ভোক্তা অধিকারে অভিযোগ করে প্রণোদনা পেলো গ্রাহক

বাড়তি দামে গ্যাস বিক্রি করায় ঝিনাইদহে সেই বিএম অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। অভিযোগ করায় ভুক্তভোগী গ্রাহক জরিমানার ২৫ শতাংশ টাকা প্রণোদনা পেয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে এ জরিমানা করেন, জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহের।

জানা যায়, গত ২ এপ্রিল ভোক্তা পর্যায়ে অটোগ্যাসের দাম লিটার প্রতি ১৭ টাকা ৯৪ পয়সা বাড়িয়ে ৭৯ টাকা ৭৭ পয়সা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। ওইদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে এই নতুন দাম কার্যকরের কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের আগেই বাড়তি দামে গ্যাস বিক্রি করে সদর উপজেলার বিশমাইল এলাকার বিএম অটোগ্যাস স্টেশন।

এ ঘটনায় ৫ এপ্রিল সোহাগ নামের এক গ্রাহক জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে অভিযোগ দেন। আজ মঙ্গলবার সকালে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে সেই অভিযোগের শুনানি করা হয়। সেখানে অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত বিএম অটোগ্যাস স্টেশনের ম্যানেজার নাসির উদ্দিনের বক্তব্য নেওয়া হয়। উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার পর তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় বিএম অটোগ্যাস স্টেশনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সেই জরিমানার ২৫ শতাংশ ১২৫০ টাকা দেওয়া হয় গ্রাহককে।

অভিযোগকারী ব্যক্তি সোহাগ বলেন, আমার কাছ থেকে ২ হাজার টাকার গ্যাসে ৪৫০ টাকা বেশি নিয়েছিল। সেই প্রমাণ থাকায় আমি অভিযোগ করে পুরস্কার হিসেবে ১২৫০ টাকা পেয়েছি। ধন্যবাদ জানায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

এ ব্যাপারে জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহের বলেন, অনিয়ম করায় বিএম অটোগ্যাসের বিরুদ্ধে জরিমানা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পরবর্তীতে যেন এই ধরনের কাজ তারা না করে সে ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় তিন প্রতিষ্ঠানে ৪৬ হাজার টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ায় বাজার তদারকির অংশ হিসেবে অভিযান চালিয়ে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

সোমবার জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জেলগেট মোড় এবং কুমারখালী উপজেলার বাঁশগ্রাম বাজার এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে কাঁচাবাজার, মুদি দোকান, হোটেল, জ্বালানি তেলের দোকান ও ফিলিং স্টেশন মনিটরিং করা হয়। এ সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পণ্যের মূল্যতালিকা, সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হচ্ছে কি না তা যাচাই করা হয়।

অভিযানকালে অনুমোদনহীন ও অনিরাপদ উপায়ে জ্বালানি তেল সংরক্ষণ এবং সরকারি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে ডিজেল ও পেট্রোল বিক্রির অভিযোগে কুমারখালীর বাঁশগ্রাম বাজারের মেসার্স হিরা হার্ডওয়্যারকে ১৫ হাজার টাকা এবং মেসার্স টুকটুকি এন্টারপ্রাইজকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ পরিবেশে ইফতারি প্রস্তুত করার দায়ে কুষ্টিয়া জেলগেট মোড় এলাকার ফরহাদ হোটেলকে ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলীর নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর এবং জেলা পুলিশের একটি চৌকস টিম সহায়তা প্রদান করে।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, বাজারে ভোক্তার স্বার্থ রক্ষা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সুষ্ঠু সরবরাহ নিশ্চিত করতে এ ধরনের তদারকি অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা

করা হবে। এ সময় ব্যবসায়ীদের আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনার জন্যও সতর্ক করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে মেয়াদ উত্তীর্ণ রিএজেন্ট ফ্রিজে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার কারণে ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্বত্বাধিকারীদের জরিমানা করা হয়েছে। আজ বুধবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গার হাসপাতাল সড়কে পরিচালিত ওই তদারকির সময় জরিমানা করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান জানান, তদারকিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ রিএজেন্ট ফ্রিজে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার কারণে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫১ ধারায় যৌথ স্বত্ত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান জনতা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্বত্বাধিকারী জান্নাতুল, হাসান, ইসমাঈল, হাসনাত, শাকিল এবং ওলিকে ৩০ হাজার টাকা ও নিউ জনতা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্বত্বাধিকারী মমিনুল ইসলামকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও তাদের কাছ থেকে জরিমানার টাকা আদায় করা হয়। এসময় চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হালনাগাদ করা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ রিএজেন্ট ব্যবহার না করার নির্দেশনা দেয়া হয়।

তদারকি কাজে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, পৌর স্যানিটারী ইন্সপেক্টর নার্গিস জাহান, ক্যাব প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম ও একদল জেলা পুলিশের সদস্য। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

ভোক্তার অভিযান, গাংনীতে দুই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রতিষ্ঠানে মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও ভোক্তাদেরকে প্রতারিত করে পণ্য বিক্রির দায়ে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার বাঁশবাড়িয়া ও গাংনী পৌরশহরে অধিদপ্তরের মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক মো: মামুনুল হাসান এ অভিযান পরিচালনা করেন।

দণ্ডিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দু’টি হলো- বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মেসার্স মিজান ব্রাদার্সের মালিক রুবেলকে ১৫ হাজার টাকা এবং গাংনী পৌর শহরের মেসার্স আকমল স্টোর এ্যান্ড গিফট কর্নারের মালিক আকমল হোসেনের নিকট থেকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুরের গাংনীর বাঁশবাড়িয়া গ্রাম ও গাংনী বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনাকালে দুটি প্রতিষ্ঠানকে নকল গনি গুল বিক্রিসহ বেশকিছু কসমেটিক্স পণ্যের তদারকি করা হয়। এসময় মেসার্স মিজান ব্রাদার্স নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে প্রচুর নকল গনি গুল ও কোম্পানির নাম বিহীন শিশু খাদ্য পণ্য জব্দ করা হয়।

আকমল কসমেটিক্সে সরকার নিষিদ্ধ ঘোষিত তালিকার ১৭ টির মধ্যে প্রায় ১৩ টি পণ্য পাওয়া গেছে। ওই অপরাধে প্রতিষ্ঠান দু’টিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৫ ধারায় ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সেই সাথে প্রতিষ্ঠান দু’টিকে মনিটরিং করে বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হয়। সে সাথে আগামী দুই দিনের মধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত মালামাল দোকান থেকে সরিয়ে ফেলার নির্দেশনা দেওয়া হয়। তিন বছর যাবত শিশু খাদ্য বিক্রি করলেও নেই কোন বৈধ কাগজপত্র। আগামী বুধবারের মধ্যেই শিশু খাদ্য বিক্রির আবেদন জেলা

প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অভিযানে মেহেরপুরের নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্যানিটারি কর্মকর্তা মশিউর রহমান এবং জেলা পুলিশের একটি টিম অভিযান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে ৬৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

মেহেরপুরে নির্ধারিত দামের চেয়ে অধিক মুল্যে সার বিক্রী করা এবং পণ্যের মোড়কে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে মেহেরপুর শহরের তিন ব্যবসায়ীর ৬৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) বিকালে মেহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকায় জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ এই অভিযান চালান।

সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অধিক মুল্যে সার বিক্রয়, সার কেনা- বেচার ভাউচার প্রদান ও সংরক্ষণ না করা, মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য রাখাসহ বিভিন্ন অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ায় যায়। যা কৃষকের সাথে জুলুম আইনের পরিপন্থি কাজ। এসমস্ত অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিকের নিকট থেকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এদিকে কেয়া স্টোর এবং নিউ কেয়া স্টোরে অভিযান চালিয়ে মোড়কে মূল্য তালিকা না থাকার অভিযোগে নিউ কেয়া ষ্টোরের এর মালিক হাফিজুর রহমানের কাছ থেকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ধারে ৮ হাজার টাকা এবং কেয়া স্টোরের মালিক আজিজুল হকের নিকট থেকে একই ধারায় ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে অন্যদের মধ্যে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় সার ও ডিম ব্যবসায়ীকে ভোক্তা অধিকারের জরিমানা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পাটিকাবাড়ি বাজারে ডিমের আড়তে নির্ধারিত মূল্যের বেশি দামে ডিম বিক্রি ও বিক্রয় ভাউচার যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করার দায়ে একটি প্রতিষ্ঠানটিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এছাড়া সরকার নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে সার বিক্রয়ের অপরাধে হালসা বাজারে মেসার্স সুমন ট্রেডার্স কে ১০ হাজার টাকা এবং মেসার্স সামাদ এন্ড ব্রাদার্স কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

গতকাল বুধবার দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল এ অভিযান পরিচালনা করে।

তিনি জানান, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের নিয়মিত বাজার তদারকির অংশ হিসেবে আজ সদর উপজেলার পাটিকাবাড়ি বাজার এবং হালসা বাজারে অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানকালে দেড় টাকা বেশি দামে ডিম বিক্রির অপরাধে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার পাটিকাবাড়ি বাজারে লিটন ডিমের আড়ত কে ১০ হাজার টাকা, সরকার নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে সার বিক্রয়ের অপরাধে হালসা বাজারে মেসার্স সুমন ট্রেডার্স কে ১০ হাজার টাকা এবং মেসার্স সামাদ এন্ড ব্রাদার্স কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। পাশাপাশি পাইকারি ব্যবসায়ীদের ক্রয় ও বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ করতে নির্দেশনা দেওয়া হয় এবং খুচরা ব্যবসায়ীদের মূল্য তালিকা প্রদর্শন করতে এবং যৌক্তিক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়। জনস্বার্থে এ অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানান তিনি।

অভিযানে উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো: আব্দুর রশিদ, জেলা

স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো: আরাফাত আলী এবং ছাত্র প্রতিনিধি জনাব আব্দুল্লাহ আল মাহমুদসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযানে দেড় লাখ টাকা জরিমানা আদায়

আলমডাঙ্গা পৌর শহরে বিভিন্ন অনিয়মের কারণে উত্তরা ট্রেডার্সকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ রোববার বিকেলে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, গতকাল রোববার বিকেল সাড়ে ৩টায় আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার পুরাতন বাজারে আড়ত, সার ডিলার, চাল, মুদি দোকানসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকানে তদারকি করা হয়।

এ সময় মেসার্স উত্তরা ট্রেডার্স নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে বিভিন্ন অনিয়ম পাওয়া যায়। গ্যাসের মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করা ও দাম বেশি নেয়া। বিভিন্ন কোম্পানির গো-খাদ্য ভূষি প্যাকেট খুলে ভেজাল করা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ড্যামেজ ভূষি রোদে শুকিয়ে পুনরায় প্যাকেট করে বিক্রি করা। এছাড়া মেয়াদ ও মূল্য বিহীন পণ্য বিক্রি করাসহ নানা অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজার শ্রী সুশীল কুমার বিশ্বাসকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭, ৪০ ও ৪৫ ধারায় দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় সবজি বাজার, মুদি দোকান, আলু পেঁয়াজের আড়তসহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়। এসময় সব ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয় এবং সবাইকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি, ভাউচার সংরক্ষণ ও মূল্যতালিকা প্রদর্শন করতে বলা হয়। এছাড়া সচেতনতামুলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

অভিযানে সহযোগিতায় ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. মাহফুজুর রহমান ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি দল।

জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ওই কর্মকর্তা।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে দুই ব্যবসায়ীর জরিমানা

মেহেরপুরের কোট রোড পন্ডের ঘাটে ইসমাইল ট্রেডার্স এবং হোটেল বাজারের মতিন হার্ডওয়ারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ বুধবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পন্ডের ঘাটের ইসমাইল ট্রেডার্স এবং হোটেল বাজারে মতিন হার্ডওয়ারে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আদালত পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

এসময় জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, জেলা স্যানিটারি ইনসপেক্টর তারিকুল ইসলাম ও পুলিশ লাইনের এক দল পুলিশ অংশ নেয়।

ফেবিকোল কোম্পানির নামে নকল আঠা বিক্রির অপরাধে দোকান মালিক মোঃ সোহেল রানাকে ৩০ হাজার এবং মতিন হার্ডওয়ারের স্বত্বাধিকারী আব্দুল মতিনের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, কোট রোড পন্ডের ঘাটে ইসমাইল ট্রেডার্সের বিরুদ্ধে নকল আঠা বিক্রিয়ের অভিযোগ ছিল। দোকান মালিক সোহেল রানাকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৪৫ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ৩০ হাজার এবং মতিন হার্ডওয়ারের মালিক আব্দুল মতিনকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

দর্শনায় ভোক্তা অধিকারের

অভিযানে রাজধানী ষ্টোরে

জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন তদারকি অভিযান চালিয়ে রেলবাজার রাজধানী স্টোরে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার দুপুর ২ টার দিকে দর্শনা রেল বাজারে অভিযান চালায় চুয়াডাঙ্গা জেলার ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

এ সময় দর্শনা রেল বাজারের রাজধানী স্টোরের সত্তা অধিকারী জয়নাল আবেদীনকে বিদেশী প্রসাধনী শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ভাক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ধারায় বিক্রি করার অপরাধে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় দর্শনা থানার এস আই সোহেল রানাসহ একটি টিম এ অভিযানে অংশ নেয়।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের

অভিযান, তিন প্রতিষ্ঠানকে

জরিমানা

আলমডাঙ্গায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ বীজ বিক্রি ও কৃষকের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে তিনটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

গতকাল বুধবার বেলা ১২ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন বাজার মনিটরিংয়ের সময় ওই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ২৪ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

অভিযান চলাকালীন সময়ে সজল আহম্মেদ বলেন, আলমডাঙ্গা পৌর শহরে বুধবার দুপুরে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানে আড়ত, সবজি, ডিম ও বীজ দোকানসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

তদারকিকালে মেসার্স শফিউল স্টোরে পূর্বে সতর্ক করা স্বত্বেও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক শফিউল হককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ধারায় দুই হাজার টাকা এবং ছলেমান স্টোর নামক একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক বিপ্লব মিয়াকে একই অপরাধ ও ধারায় দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

পরবর্তীতে মেসার্স মা-মণি বীজ ভান্ডার নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে প্রচুর মেয়াদোত্তীর্ণ শাক-সবজি ও ফলের বীজ জব্দ করা হয়। মেয়াদোত্তীর্ণ বীজ বিক্রি ও কৃষকের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির মালিক লাল্টু মিয়াকে ৫১ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় জব্দকৃত মেয়াদোত্তীর্ণ বীজ জনসম্মুখে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়।

এ সময় সবজি বাজার, মুদি দোকান, আলু পেঁয়াজের আড়তসহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয় বলে জানান তিনি। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান সজল আহম্মেদ।